প্রথম আলো

তারিখ 23 SEP 2017
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

ক্লাস ঢাকার বিশ্ববিদ্যালয়ে

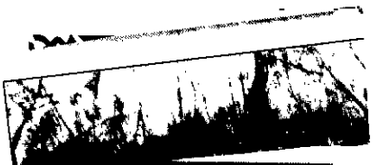

সময়ের কথা | অজয় দাশগুপ্ত

সাংবাদিক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ইমতিয়াজ আহমেদ ছিলেন চীনের পিয়েনজিনের একটি রেস্তোরাঁয়। সেখানে তিনি যুক্ত হলেন নেদারল্যান্ডস থেকে পরিচালিত একটি ভিডিও কনফারেন্সে। বিষয়বস্তু– সন্ত্রাসবাদ। এ কনফারেন্সে আরও যুক্ত হলেন ঘানা, ফিলিপাইন, শ্রীলংকা ও জর্ডানের প্রতিনিধিরা। আলোচনা চলল দেড় ঘণ্টা। সুপারিশমালাও তৈরি হলো। রেস্তোরাঁর কর্মীরা অধ্যাপক ইমতিয়াজকে নিরিবিলি স্থানে বসার ব্যবস্থা করে দিলেন।

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মাল্টিমিডিয়া পদ্ধতি কেন চালু হচ্ছে না– এ প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল অধ্যাপক ইমতিয়াজের সঙ্গে। তিনি জানালেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জেনোসাইড স্টাডিজে ইতিমধ্যেই এর চর্চা শুরু হয়েছে। মানবতাবিরোধী অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধ নিয়ে দেশে দেশে যারা গবেষণা করেন, তাদের কয়েকজন নিয়মিত এখানে ক্লাস নিচ্ছেন। তাদের কেউই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেন্টার অব এক্সেলেন্সে অবস্থিত ক্লাসরুমে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে হাজির থাকেন না। কেউ ক্লাস নেন আমেরিকা থেকে, কেউবা ভারত কিংবা কম্বোডিয়া থেকে। এক বা দুই ঘণ্টার একটি ক্লাসের জন্য যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিমানে আসার কী প্রয়োজন, যেখানে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তিই তাকে প্রায় 'শারীরিকভাবে' শিক্ষার্থীদের সামনে হাজির রাখতে পারছে?

অধ্যাপক ইমতিয়াজ শ্রীলংকার রাজধানী কলম্বোতে ক্রিয়েটিভ ডিপ্লোম্যাসি বিষয়ে একটি কোর্স পরিচালনা করেছেন। বাংলাদেশ, মালদ্বীপ, ভারত, লাওস, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশে রয়েছে এ কোর্সের ছাত্রছাত্রী। তাদের প্রায় কেউই কলম্বোর ক্লাসরুমে হাজির থাকেন না। শিক্ষকরাও সবাই কলম্বোতে নেই। তারা কেউ বাংলাদেশে, কেউ ভারতে, কেউবা নেপালে। শ্রীলংকাতেও রয়েছেন কেউ কেউ। এ কোর্সের অংশ হিসেবেই বাংলাদেশের খ্যাতিমান নৃত্যশিল্পী লুবনা মরিয়ম পারফর্মিং ডিপ্লোম্যাসি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের সময় বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালু ছিল ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে। আর ছিল প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। মেডিকেল শিক্ষার জন্য প্রধান প্রতিষ্ঠান ছিল ঢাকা মেডিকেল কলেজ। স্বাধীনতার পর উচ্চশিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের চাপ বেড়ে যায়। নতুন নতুন কলেজ স্থাপিত হতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আসন বাড়ানো হয়। কিন্তু তারপরও ঠাঁই নেই ঠাঁই নেই অবস্থা। তখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি। আবদুল মতিন চৌধুরী উপাচার্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৫ জন শিক্ষক সিনেট সদস্য। রেজিস্ট্রার গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি হিসেবে আছেন আরও ২৫ বিশিষ্ট ব্যক্তি। সিনেটের এক অধিবেশনে আমি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ভর্তির সমস্যা নিয়ে আলোচনা উত্থাপন করি। আমার প্রস্তাব ছিল– বরিশাল বিএম কলেজ, চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ, রাজশাহী সরকারি কলেজ, খুলনা বিএল কলেজ, ঢাকার জগন্নাথ ও ঢাকা কলেজ, ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজ, সিলেট এমসি কলেজ এবং এ ধরনের ১০-১২টি কলেজে কয়েকটি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু করা হোক। মূল সমস্যা মানসম্পন্ন শিক্ষক। কলেজগুলোতে বেশিরভাগ শিক্ষকের মান ঢাকা বা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো হবে না। এ সমস্যা সমাধানের জন্য আমার প্রস্তাব ছিল– এক, যেসব কলেজে অনার্স চালু হবে, সেখানের সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের ঢাকা ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীষ্মের ছুটির সময়ে দুই মাস প্রশিক্ষণ প্রদান। দুই, সংশ্লিষ্ট কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা শীতকালে ১৫ দিন ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ক্লাস নেবেন। বিজ্ঞান বিষয়ে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করাবেন।

আমার প্রস্তাব ছিল মাত্র ১০-১২টি কলেজে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালু করা। এখন বাংলাদেশের প্রায় সাড়ে সাতশ' কলেজে এ ধরনের কোর্স চালু আছে। এই সম্প্রসারণ ইতিবাচক। তাতে 'বিকাশের সমস্যা বা চ্যালেঞ্জ' তো কম নয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. হারুনর রশীদ জানালেন, অনার্স ও মাস্টার্স কোর্সে প্রায় ১২ লাখ শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। তিনি শিক্ষক স্বল্পতার কথা স্বীকার করে বলেন, এ সমস্যা সমাধানের জন্য গাজীপুর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে দেশের বিভিন্ন কলেজের শিক্ষকদের নিয়ে প্রশিক্ষণ কোর্স চালু আছে।

তার কাছে প্রশ্ন রাখি– ঢাকার কোনো সেরা বিদ্যালয়ের শিক্ষক যখন ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস নেন, তখন সেটা টেলিভিশনের মাধ্যমে অনেক স্কুলে শোনানো হয়। এভাবে প্রত্যন্ত গ্রামের বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাও ঢাকার সেরা একজন শিক্ষকের আলোচনা শুনতে পারে। ঢাকার ক্লাসে ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষককে প্রশ্ন করে। কিন্তু বাইরের স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা সে সুযোগ পায় না। স্কাইপে বা এ ধরনের প্রযুক্তি যুক্ত হলে তারাও প্রশ্ন করার সুযোগ পাবে। তাহলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক হারুনর রশীদ যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ক্লাসে পড়াবেন, সেটা কেন একই সঙ্গে ৫০টি কলেজের ছাত্রছাত্রীরা শুনতে পাবে না? বাংলাদেশে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক অনুপম সেন, অধ্যাপক সনজীদা খাতুন, অধ্যাপক জাফর ইকবাল, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, ড. এম এম আকাশ এবং এ ধরনের আরও অনেক বরেণ্য শিক্ষক রয়েছেন। তাদের পাঠদান নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে সীমিত। বিদ্যালয় পর্যায়ে যদি একযোগে অনেক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা একজন শিক্ষকের লেকচার শুনতে পারে, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে তেমন আয়োজন করতে সমস্যা কোথায়? জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আমার প্রস্তাবকে স্বাগত জানান। আশা করব যে, তিনি বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের সভায় আলোচনা করবেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনও এ বিষয়ে উদ্যোগী হতে পারে।

বুয়েটের এ ধরনের ক্লাস প্রকৌশল বিষয়ে শিক্ষা দিচ্ছে এমন একাধিক প্রতিষ্ঠানে একযোগে প্রচার হতে পারে

বিদ্যালয় পর্যায়ে যদি একযোগে অনেক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা একজন শিক্ষকের লেকচার শুনতে পারে, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে তেমন আয়োজন করতে সমস্যা কোথায়? জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আমার প্রস্তাবকে স্বাগত জানান। আশা করব যে, তিনি বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের সভায় আলোচনা করবেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনও এ বিষয়ে উদ্যোগী হতে পারে

এ ধরনের প্রস্তাব থেকে কি কলেজগুলো উপকৃত হবে, এ প্রশ্ন রেখেছিলাম নারায়ণগঞ্জের তোলারাম কলেজের অধ্যক্ষ মধুমিতা চক্রবর্তীর কাছে। তার প্রতিষ্ঠানে ১৪টি বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালু আছে। কিন্তু কলেজ পর্যায়ের অধ্যাপক আছেন মাত্র ৭ জন। বেশিরভাগ সাবজেক্টে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসররাই বিভাগীয় প্রধান। অথচ দেখুন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে ফুল প্রফেসর রয়েছেন ২৮ জন। ইংরেজি বিভাগে ১১ জন পূর্ণ